# গবেষণা অভিসন্দর্ভের বস্তুসার
# (Abstract)
# ধিমাল ভাষা ও সাহিত্য : একটি সমীক্ষা

## ভূমিকা

বিভিন্ন জাতি-জনজাতির সহাবস্থানে উত্তরবঙ্গের বৈচিত্র্যময় অবস্থান। ভাষাগত দিক থেকে চারটি প্রধান ভাষা পরিবারকে এই অঞ্চলে লক্ষ করা যায়। যেমন আর্য, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং ভোটবর্মী। দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলে বসবাসকারী ধিমাল জাতি ভোটবর্মী ভাষীদের মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলের ১৮ টি বিভিন্ন জোত বা গ্রামে ধিমালদের বসবাস করতে দেখা যায়। এদের মধ্যে নকশালবাড়ি ব্লকের ১৫ টি গ্রামে- কেটুগাবুর জোত-১, কেটুগাবুর জোত-২, শিউবর জোত, সূরজবর জোত, গোলদাস জোত (বান্দর বস্তি), ঝাপু জোত, নেহাল জোত, মৌরী জোত, সদামল্লিক জোত, গোলদাস জোত, হুচাই মল্লিক জোত, হুচাই মল্লিক চখুজোত, ছাট জমিদার গুড়ি, স্কুলডাঙ্গি বড়ঝড়ু এবং কোয়ার্টার; খড়িবাড়ি ব্লকের ২ টি গ্রামে (রামভোলা জোত, পি. ডাব্লুউ. ডি. অধিকারী) এবং মাটিগারা ব্লকের মেডিকেল এলাকার কলম জোতে একটি পরিবার বসবাস করছে। বর্তমানে তাদের জনসংখ্যা নারী পুরুষ মিলে ৯৯৩ জন (গবেষককৃত ক্ষেত্রসমীক্ষা, মে, ২০১০)।

১৮৪৯ সালে হজসন নেপালের কনকাই নদী পর্যন্ত ১৫,০০০ ধিমাল মানুষের সন্ধান পেয়েছিলেন। তারপর সরকারি জনগণনায় ১৮৭২ সালে ভারতীয় তরাই অঞ্চলে ৮৭৩ জন ধিমাল মানুষের উল্লেখ রয়েছে। ১৮৮১ সালের সরকারি জনগণনায় রয়েছে (ভারতীয় তরাই অঞ্চল) ৬৬২ জন, ১৮৯১ তে রয়েছে ৬৩১ জন, ১৯০১ রয়েছে ৬০৭ জন, ১৯১১ তে রয়েছে ৪৪৪ জন। তারপর ১৯৩১ সালে ৬২১ জন ধিমালকে পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৩১ সালের পর আজ অবধি ভারতীয় তরাই অঞ্চলের ধিমালরা সরকারি জনগণনায় স্থান পায়নি। বুকানন, হজসন, ওয়াডেল হুকার, হান্টার ও'মালে প্রমুখ ইংরেজ পণ্ডিত এবং হরিমোহন সান্যাল, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভারতীয়দের লেখায় নানাভাবে ধিমাল ভাষা ও সংস্কৃতির কথা উঠে এসেছে। ১৮৪৯ সালে হজসন কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে 'ম্যানার্স, হ্যাবিট্স অ্যাণ্ড কাস্টমস অফ কোচ, মেচ অ্যাণ্ড ধিমাল' শীর্ষক গবেষণা পত্রটির মাধ্যমে এই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় Kirata-Jana-Kriti এবং The Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থে ধিমালদের মোঙ্গলীয় নৃ-গোষ্ঠীর অন্যতম শাখা বলে অভিহিত করেছেন এবং তাদের ভাষা তিব্বতবর্মী ভাষা পরিবারের

অন্তর্গত হিমালয়ান ভাষা শাখার অন্যতম একটি ভাষা বলেছেন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে ধিমাল সমাজও নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি রূপান্তরের পথে। স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রভাবের ফলে ধিমালদের অভ্যাস, সামাজিক রীতি নীতি ও আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটেছে। সেইসঙ্গে বাঙালি হিন্দু সমাজের অনেক কিছু তারা গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা যায় উনিশ শতকে ধিমাল সমাজ রাজবংশী সমাজের প্রাণপুরুষ পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেকেই ক্ষত্রিয় হয়েছিল। ধিমাল সমাজের প্রথম স্নাতক গর্জনকুমার মল্লিকের কথাতেও উক্ত বক্তব্যের সমর্থন মেলে। ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে সঠিক তথ্যানুসন্ধানের দ্বারা ধিমাল ভাষা ও সাহিত্যের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা আবশ্যক বলে মনে হয়েছে।

## প্রথম অধ্যায়
# ধিমাল জাতির সাধারণ পরিচয়

উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে ১৮টি বিভিন্ন গ্রাম বা জোতে মোট ১৮৪ টি পরিবারে ৪৮২ জন নারী এবং ৫১১ জন পুরুষ মিলে ৯৯৩ জন ধিমালের বসবাস। এছাড়াও পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র নেপালের তরাই অঞ্চলের তিনটি জেলায় মূলত ঝাপা, মোরং এবং শুনশরি জেলায় প্রায় ২০,০০০ ধিমাল মানুষের বসবাস। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সু-সম্পন্ন করতে প্রয়োজনে নেপালে বসবাসকারী ধিমালদের বিভিন্ন তথ্য এবং ধিমাল জাতি সংক্রান্ত বিভিন্ন দরকারী পুস্তকের সাহায্যও নেওয়া হয়েছে।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, ধিমালরা কিরাত জনগোষ্ঠী অর্থাৎ মোঙ্গ লয়েড গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। প্রাচীনকাল থেকেই বহু তিব্বতিবর্মী ভাষা-ভাষী মানুষ হিমালয়ের পাদদেশে বসবাস করে আসছে। দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলে বসবাসকারী ধিমাল জাতি ভোটবর্মী পরিবারের অন্তর্গত। তাদের ভাষা লিম্বু, রাই, মগর, নেওয়ার, গুরুং, টোটো, রাভা, গারো, বোড়ো ইত্যাদি ভাষাগোষ্ঠীর সগোত্র।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘Kirata-Jana-Kriti’ গ্রন্থে ধিমালদের মোঙ্গলীয় নৃ-গোষ্ঠীর অন্যতম শাখা বলে অভিহিত করেছেন এবং তাদের ভাষাকে তিব্বতীবর্মী ভাষা পরিবারের অন্তর্গত হিমালয় ভাষাশাখার অন্যতম ভোটবর্মী ভাষা বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। ও’মালে সাহেবও মনে করেন যে, ধিমালরা ভোটবর্মী ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ। মৃত্যুঞ্জয় মৈত্র ধিমালদের চিনা কিরাত বলেছেন। বিভিন্ন গবেষণায় ধিমালদের ত্বক, মস্তক, কেশ, নাসিকা, চক্ষু, রোম, মুখমণ্ডল, দেহকাণ্ড, রক্তের গ্রুপ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে তারা মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত।

গবেষণা কর্মের এই অধ্যায়ে ধিমালদের বসবাসের এলাকা, সেই এলাকায় জনবিন্যাসের অবস্থা, ভাষা বিলুপ্তির কারণ এবং নৃ-গোষ্ঠীগত রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

### দ্বিতীয় অধ্যায়
## ধিমাল ভাষার রূপরেখা

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধিমাল ভাষার রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়কে মূলত চারটি পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করা হয়েছে— ক. ধ্বনিতত্ত্বগত, খ. রূপতত্ত্বগত, গ. বাক্যতত্ত্বগত, ঘ. শব্দার্থতত্ত্বগত। গবেষণা কর্মের এই অধ্যায়ে তথ্য সহযোগে ধিমাল ভাষার রূপরেখাটি তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে ধিমাল ভাষা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভাষার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে। বাংলা ভাষার নিরিখে ধিমাল ভাষার প্রয়োজনীয় উদাহরণসহ তথ্য সমৃদ্ধ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

### তৃতীয় অধ্যায়
## ধিমাল ভাষার সঙ্গে নিকটবর্তী অন্যান্য ভাষার (আঞ্চলিক ভাষার) পারস্পরিক সম্পর্ক

উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে বাঙালি, রাজবংশী, নেপালি ছাড়াও ধিমাল, রাই, লিম্বু, মগর, নেওয়ার, গুরুং, মেচ বা বোড়ো প্রভৃতি জাতি গোষ্ঠীর মানুষ অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকেই বসবাস করে আসছে। ফলে এই সমস্ত জাতি-জনজাতির সঙ্গে একত্রে দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে ভাষা ও সাংস্কৃতিগত বিনিময় ঘটেছে অনিবার্যভাবে। সেই সঙ্গে ভাষাগত দিক থেকেও বাংলা, রাজবংশী, নেপালি, রাই, লিম্বু, মগর, গুরুং, বোড়ো জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে ধিমালদের সম্পর্ক রচিত হয়েছে মনে করা হয়। গবেষণা কর্মের এই অধ্যায়ে ধিমাল ভাষার সঙ্গে বাংলা এবং রাজবংশী ভাষার পারস্পরিক সম্পর্কের দিকগুলি তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে।

### চতুর্থ অধ্যায়
## ধিমাল সাহিত্যের রূপরেখা

ধিমাল জাতির লিখিত সাহিত্যের নিদর্শন তেমন ভাবে পাওয়া যায় না। তবে মৌখিক সাহিত্যের ধারা বহু প্রাচীনকাল থেকেই তাঁদের মধ্যে চলে এসেছে। গবেষণা কর্মের এই অধ্যায়ে

ধিমাল জাতির মৌখিক ও লিখিত সাহিত্যের মূল্যায়ন করা হয়েছে দুটি পর্যায়ক্রমে— ক) মৌখিক সাহিত্যের ধারা, খ) লিখিত সাহিত্যের ধারা। মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে লোককথা, লোকনাটক, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধাঁ প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে। লিখিত সাহিত্যের মধ্যে ভারতীয় তরাই অঞ্চল এবং নেপালের তরাই অঞ্চলের লিখিত সাহিত্যের নিদর্শনগুলি তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে ভারতীয় তরাই অঞ্চলের ধিমালদের অনুবাদ সাহিত্য বাংলা ভাষা থেকে কৃত অনুবাদের নিদর্শনগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

**পঞ্চম অধ্যায়**

## ধিমাল ভাষা ও সাহিত্যের বর্তমান অবস্থান, সংকটের স্বরূপ

সমগ্র জীবজগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল। সেই সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-জনজাতির ভাষা-সংস্কৃতিও পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের ধারা প্রাচীনকাল থেকেই ক্রমান্বয়ে চলে আসছে। ধিমালদের ভাষা-সংস্কৃতিরও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে ভারতীয় তথা উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের ধিমালদের ভাষা সংস্কৃতির খুব দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। কারণ ভারতীয় ধিমালরা সংখ্যায় খুব কম হওয়ার ফলে পাশাপাশি বসবাস করা বাঙালি বা রাজবংশী ভাষা-সংস্কৃতির চাপে তাদের ভাষা-সংস্কৃতি খুব দ্রুত রূপান্তরিত হয়েছে বা হচ্ছে । তাই অবিলম্বে সরকারিভাবে ধিমাল ভাষা-সংস্কৃতি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। গবেষণা কর্মের এই অধ্যায়ে ধিমাল ভাষা-সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যায়ন করে ভাষা-সাহিত্যের বর্তমান অবস্থান, সংকটের স্বরূপ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

## উপসংহার

উপসংহার অংশে গবেষণা কর্মের প্রতিটি অধ্যায় পর্যায়ক্রমে আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ধিমাল ভাষার আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে বাংলা ভাষার নিরিখে বিভিন্ন অধ্যায়ে নানা ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানের সমন্বয়ে আলোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে বাংলা ও রাজবংশী ভাষার সঙ্গে ধিমাল ভাষার ধ্বনিতত্ত্বগত, রূপতত্ত্বগত, বাক্যতত্ত্বগত ও শব্দভাণ্ডারগত তুলনামূলক অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও সামগ্রিকভাবে ধিমাল জাতির সাধারণ পরিচয়, ধিমাল সাহিত্যের (মৌখিক ও লিখিত) পরিচয়সহ ধিমাল ভাষা-সাহিত্যের বর্তমান অবস্থান এবং সংকটের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। যে কোন একটি

ভাষার উপাদান অন্য একটি বৃহৎ ভাষায় প্রবেশ করলে সংশ্লিষ্ট ভাষাটির মৌলিকত্ব নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে ভাষার আত্তীকরণ ক্ষমতা যত বেশি হবে সেই ভাষা অন্য ভাষার চাইতে তত বেশি সমৃদ্ধশালী হবে। ধিমাল ভাষার ক্ষেত্রেও এরকম ঘটতে দেখা গিয়েছে। একটি সম্পূর্ণ অন্য গোত্রের ভাষা হয়েও আত্তীকরণের মাধ্যমে বাংলা, রাজবংশী, নেপালি এবং এদের মাধ্যমে হিন্দি, আরবী, ফার্সি ইত্যাদি ভাষা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে এগিয়ে চলেছে। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে বাংলার ক্রিয়াপদের সঙ্গে ধিমাল ভাষার বিভিন্ন প্রত্যয় যুক্ত হয়ে একটি নতুন রূপ পরিগ্রহণ করেছে। এছাড়াও ধ্বনি এবং বাক্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে ধিমাল ভাষা আত্তীকরণ করেছে যা বাংলা, রাজবংশী এবং ধিমাল ভাষার তুলনামূলক অধ্যয়নের জায়গাটিকে অন্য মাত্রা দান করেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভূমিকার বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপস্থাপিত বিষয় এবং পর্যাপ্ত উদাহরণ সহযোগে বাংলা, রাজবংশী এবং ধিমাল ভাষার তুলনামূলক অধ্যয়ন গবেষণাকর্মটি যথাসাধ্য সফল করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

# পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট অংশে ধিমাল জনজাতির বৈশিষ্ট্যের নিরিখে একটি আলোক চিত্রমালা তুলে ধরা হয়েছে।

---